JUN 23 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৮.....

প্রতিষ্ঠিত স্কুলের নাম পাল্টে মন্ত্রীর স্ত্রীর নামে করতে হবে?

নিজস্ব সংবাদদাতা, টাঙ্গাইল থেকে ॥

দীর্ঘ নয় বছর আগে প্রতিষ্ঠিত মহেলা উচ্চ বিদ্যালয় নিয়ে চলছে নানা টালবাহানা। এমপিওভুক্ত এ বিদ্যালয়টি জোট সরকারের এক মন্ত্রীর স্ত্রীর নামে নামকরণ করার জন্য একটি মহল উঠে পড়ে লেগেছে। ওই মন্ত্রীও এ ব্যাপারে আগ্রহী। অথচ এলাকাবাসী গ্রামের নামে বিদ্যালয় থাকুক এ দাবিতে অটল। তবে মন্ত্রী ইতোমধ্যে বোর্ডের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন বিদ্যালয়টির এমপিও কেটে দেয়ার জন্য। এ নিয়ে মহেলা এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। খবর এলাকাবাসী সূত্রের।

সূত্র জানিয়েছে, ১৯৯৩ সালে টাঙ্গাইলের কালিহাতি থানার মহেলা গ্রামে 'মহেলা উচ্চ বিদ্যালয়' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। গ্রামবাসীদের সাহায্য-সহযোগিতায় বিদ্যালয়টি অল্পদিনের মধ্যে সুনাম অর্জন করে। আওয়ামী লীগ আমলে বিদ্যালয়টির ব্যাপক উন্নয়ন কাজও হয়। ১৯৯৮ সালের ২৫ জুলাই তৎকালীন ডেপুটি স্পীকার এ্যাডভোকেট মোঃ আবদুল হামিদ, মহেলা উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২০০০ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি আবদুল লতিফ সিদ্দিকী একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন করেন। আওয়ামী লীগ আমলে প্রথম দফায় এমপিওভুক্ত হয় বিদ্যালয়টি। দ্বিতীয় পর্যায়ে জোট সরকার ক্ষমতায় থাকায় তা আটকে দেয়া হয়। জোট সরকারের বন ও পরিবেশমন্ত্রী শাজাহান সিরাজের স্ত্রী রাবেয়া সিরাজের নামে মহেলা উচ্চ বিদ্যালয়ের নামকরণের জন্য অব্যাহতভাবে চাপ সৃষ্টি করছে একটি মহল। এ মহল ইতোমধ্যেই বিদ্যালয় কমিটির কয়েক সদস্যের কাছ থেকে জোর করে সই নিয়ে একটি রেজুলেশন তৈরি করে ঢাকা বোর্ডে পাঠিয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ঐ রেজুলেশনের বলে বোর্ড কর্তৃপক্ষকে চাপ দিয়েছে। অন্যদিকে গ্রামবাসী একটি দরখাস্ত পাঠিয়েছে ঢাকা বোর্ডে। দরখাস্তে উল্লেখ করা হয়েছে নয় বছর ধরে যে প্রতিষ্ঠানটি চলে আসছে– সেই প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে আজ কেন নতুন করে এখন বিতর্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে। এ অবস্থায় মহেলা গ্রামে দু'টি পক্ষ এখন মুখোমুখি অবস্থান করছে। মন্ত্রীর পক্ষ সংখ্যায় কম হলেও সরকারী শক্তির প্রভাব দেখিয়ে অন্যদের দেখে নেয়ার হুমকি দিচ্ছে।

সম্প্রতি মহেলা উচ্চ বিদ্যালয়ের, কয়েকজন শিক্ষক এবং এক প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জনকণ্ঠের কাছে অভিযোগ করেন, এভাবে যদি একটি প্রতিষ্ঠান ছিনতাই হয় তাহলে আইন বলতে আর কিছু থাকে না। আমরা যারা শিক্ষক আছি তাদের রুটিরুজির ওপর চরম আঘাত হানার প্রস্তুতি চলছে। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বর্তমানে গ্রামের যে পরিস্থিতি তাতে যে কোন সময় দু'পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ ছাড়া এ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়ের কয়েক শ' ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়াও বিঘ্নিত হচ্ছে।